আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে মুজিবনগরে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (৮ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, মুজিবনগরের আয়োজনে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

দিনটি উপলক্ষে প্রথমে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে বের হয়ে উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। পরে উপজেলা পরিষদের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রুপায়ন দেব।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, মুজিবনগর থানার ওসি (তদন্ত) সেলিম রেজা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল মমিন, মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক প্রিন্স,, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হাফিজুর রহমান, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মামুন উদ্দীন আল আজাদ, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) নিরঞ্জন চক্রবর্তী, উপজেলা এলজিইডি কর্মকর্তা খালিদ হাসান সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক ও সুধীজন।

দামুড়হুদায় যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

পালিত

“মানুষ, পৃথিবী ও সমৃদ্ধির জন্য সাক্ষরতা” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস-২০২৬।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এবং উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, দামুড়হুদার আয়োজনে দিবসটি উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় উপজেলা পরিষদ চত্বর থেকে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়। র্যালিটি উপজেলার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এসে শেষ হয়। র্যালিতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, এনজিও কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন।

পরে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লাভলী ইয়াসমিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা বলেন, সাক্ষরতা কেবল অক্ষর জ্ঞান নয়, এটি মানুষের মর্যাদা, পরিবেশ সচেতনতা ও টেকসই সমৃদ্ধির ভিত্তি।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনে শতভাগ সাক্ষরতার কোনো বিকল্প নেই। নিরক্ষরতা দূরীকরণে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করতে সকলের সহযোগিতা কামনা করা হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, একাডেমিক সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলাম, সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা ফারুক মহলদারসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক ও সুপারভাইজারগণ, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে গুডনেইবার্সের আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

বহুভাষিক শিক্ষার প্রচার পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শান্তির জন্য সাক্ষরতা” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস।

গতকাল রবিবার বিকেলে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, উপজেলার ভবেরপাড়ার সেন্ট জেভিয়ার জুনিয়র হাই স্কুল অডিটরিয়ামে স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়।

স্বাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর প্রজেক্ট ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিস্টার মালতি মালো, গুডনেইবারর্স এর সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদ, সিডিসি সভাপতি রেহেনা খাতুনসহ গুডনেইবারর্স এর কর্মকর্তা এবং স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ।

একুশ শতকের সাক্ষরতা ভাবনা

সাক্ষরতা হলো- পড়া, অনুধাবন করা, মৌখিকভাবে এবং লেখার বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা করা, যোগাযোগ স্থাপন করা এবং গণনা করার দক্ষতা। অর্থাৎ সাক্ষরতা বলতে লিখতে, পড়তে, গণনা করতে ও যোগাযোগ স্থাপন করার সক্ষমতাকে বোঝায়।
এর সঙ্গে নতুন যুক্ত হয়েছে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার করতে জানা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর এ বছরের পরিসংখ্যান মতে, দেশের

□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □ □ □□□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□, □□□□□ □□□□-□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□

□□□□□□□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□-

□□□□□□□	□□□□□ □□□	□□□□□□□□□ □□□	□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□	□□□□□ □□□□□□□□□ □□□	□□□□□□□
□	□□□□□□□	□□.□%	□□.□%	□□.□%	□.□%
□	□□□□□□□□□	□□%	□□%	□□%	□□%
□	□□□□□	□□%	□□.□%	□□.□%	□□.□%
□	□□□□□□□□	□□%	□□%	□□%	□%
□	□□□□	□□.□%	□□.□%	□□.□%	□□.□%
□	□□□□□□□□	□□.□□	□□.□□	□□.□□	□.□□%
□	□□□□□	□□%	□□%	□□%	□%

□□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□- □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□ □□□□

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□ □□.□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □ □□□ □□ □□□□□ □ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□

□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□

সাক্ষরতার হার ৫৫ দশমিক ২৮
শতাংশ।

২০০৮ সালের নির্বাচনি ইশতেহারে আওয়ামী লীগের ঘোষণা ছিল ২০১৪ সালের মধ্যে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। ২০১০ সালে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করে এবং উল্লিখিত সময়ের মধ্যে শতভাগ সাক্ষরতা নিশ্চিতের লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করে। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের পর ১৪ বছর পেরিয়ে গেলেও দেশে এখনও ২৪ দশমিক ৪ শতাংশ মানুষ নিরক্ষর।

সর্বশেষ সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা ৪ কোটি সাড়ে ১২ লাখ। সরকারি হিসাবে এক বছরে দেশে সাক্ষরতার হার বেড়েছে দশমিক ৯ শতাংশ। এমন পরিস্থিতিতে আজ বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও ‘আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস’ উদযাপিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের গতবারের প্রতিপাদ্য ছিল ‘মানব-কেন্দ্রিক পুনরুদ্ধারের জন্য সাক্ষরতা: ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস’ (লিটারেসি ফর আ হিউম্যান- সেন্টার্ড রিকভারি: ন্যারোয়িং দ্য ডিজিটাল ডিভাইড)।

এ বছরের প্রতিপাদ্য হলো: ‘ট্রান্সফরমিং লিটারেসি লারনিং স্পেসেস’ যা বাংলায় ‘সাক্ষরতা শিখন ক্ষেত্রের প্রসার’। এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এ বছরের সাক্ষরতা দিবস পালন করা হচ্ছে।

এই যে দেশের চার ভাগের এক ভাগ লোক এখনো নিরক্ষর এ দায়ভার কার বা কিভাবে শতভাগ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন নাগরিক তৈরি করা সম্ভব? বিগত ৫০ বছরের চেষ্টার বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, ৯৯% শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সরকারের একক প্রচেষ্টায় সম্ভব নয়। এর জন্য সমাজ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন উদ্যোগী, পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারীকে দায়িত্ব নিতে হবে পুরোভাগে। সরকারি সাহায্য, বেতন, অনুদান ইত্যাদি পেতে হলে তার পরিধিতে থাকা

নিরক্ষর লোককে শিক্ষিত করতে হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে দায়িত্ব নিতে হবে স্বউদ্যোগে। রাজনৈতিক অংশগ্রহণও একটি বড় চ্যাপ্টার। যে কোন পর্যায়ে নমিনেশন পেতে হলে শর্ত হিসেবে নিজের এলাকার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ নিরক্ষর লোককে
শিক্ষিত করতে হবে।

এ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে বিশ্বের এমন দেশগুলোর অভিজ্ঞতা নেওয়া যেতে পারে। আমি যতটুকু জানি বিশ্বের অনেক দেশেই সরকারি চাকরি বাকরি, সুযোগ-সুবিধা নিতে গেলে ওই ব্যক্তি কর্তৃক সামাজিক দায়িত্ব পালনের বিষয়টি সামনে আনা হয়। যেমন ধরুন, একজন চাকরি প্রার্থী।

সামাজিক দায়বদ্ধতা অংশে তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, সে এ চাকরি বা সুবিধার জন্য সামাজিক কি কি দায়িত্ব পালন করেছে? সে কাউকে শিক্ষিত করতে বা কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে সহায়তা করতে বা কোন চ্যারিটি কাজে যুক্ত আছে কি না? সরকারি সুবিধা গ্রহণেচ্ছু যে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে এমন জায়গায় দায়িত্ব পালনের জন্য বাধ্য করা যেতে পারে।

সামাজিক সংগঠনগুলোর নিবন্ধনে এমন শর্ত জুড়ে দেওয়া যেতে পারে। সরকারি/বেসরকারি চাকরির পদোন্নতিতেও বিষয়টা বাধ্যতামূলক করা যায়। অর্থাৎ সমাজের সকল স্তরের নাগরিককে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। নিজ উদ্যোগে পাড়া-প্রতিবেশীকে অক্ষরজ্ঞান দিতে হবে। বাসার বা কারখানার শ্রমিককে শিক্ষিত করার দায়িত্ব মালিককেই গ্রহণ করতে হবে।

ইতোমধ্যে দেশে একাধিক বার শতভাগ শিক্ষার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য পূরণে গৃহিত পদক্ষেপ নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তুলছেন। যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে তার সঠিক বাস্তবায়ন নিয়েও গণমাধ্যমে লেখা দেখা যায়। আবার সাক্ষরতায় নারী-
পুরুষের বৈষম্য দূর করতেও পদক্ষেপ নিতে হবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী সামাজিক দায়িত্ববোধের মাধ্যমে আঁধার থেকে আলোতে উদ্ভাসিত হোক-এটাই আজকের প্রত্যাশা।

লেখক: উপপ্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর, ঢাকা।